দৈনিক বাংলা

12

তারিখ 22 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ থেকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকিট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই পরীক্ষা গ্রহণ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকসহ সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন কর্তৃপক্ষ। আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এ খবর যথেষ্ট নয়। পরীক্ষা কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।

এর কারণ, আমাদের দেশে পরীক্ষা আজকাল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। পরীক্ষা যদি পরীক্ষার মতই অনুষ্ঠিত হত তাহলে বিভিন্ন মহলের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানোর প্রয়োজন হত না। সবার সহযোগিতা পাওয়া গেলে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এরকম বিশ্বাস আমরা রাখতে চাই। কিন্তু পাওয়া যাবেই---এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আসলে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। বিগত বিশ বছরে প্রায় কোন পরীক্ষাই সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়নি।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমরা পরীক্ষার হলকে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে দেখেছি। সশস্ত্র পাহারা, ১৪৪ ধারা, কার্ফু কিছুই বাকী থাকেনি। কিন্তু লক্ষ্য হাসিল হয়নি।

তবু আমরা আশাবাদী হতে চাই। গত ২০ বছর যা হয়নি তা কখনো হবে না একথা মানতে গেলে লেখাপড়ার পাটই চুকিয়ে দিতে হয়। তাই ও কথা আমরা মানি না। কিন্তু পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করার আয়োজনটা আমরা একটু ভিন্নভাবে দেখতে চাই। গোড়া কেটে আগায় পানি দেবার যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে আমরা তার বিরুদ্ধে কথা বলব। পরীক্ষার জন্য তো পরীক্ষা নয়। পড়াশুনার সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক। যারা পরীক্ষা দিতে আসেন তারা যদি পড়াশুনা না করে আসেন, তাহলে কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবেই। তাই শিক্ষাঙ্গনে পড়াশুনা নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার জন্য এটা পূর্বশর্ত।

এবার ঢাকা বোর্ড থেকে প্রায় ৮৯ হাজার পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন। পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় এদের অনেকেরই হয়ত বহিষ্কার, ফেল জাতীয় দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সব যদি নাও হয় অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থীর সাফল্যই পরীক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা আশা করব এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাই কাজ করবেন।

এইচএসসি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমাদেরও আহবান, নির্বিঘ্নে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দিন। নকল, অনিয়ম, বিশৃংখলা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত নষ্ট করে দিয়েছে।